দ্বীনের দাবি

বই	দ্বীনের দাবি
মূল	ড. ইসরার আহমাদ
অনুবাদক	হাসান মাসরুর
প্রকাশক	রফিকুল ইসলাম

দ্বীনের দাবি

ড. ইসরার আহমাদ

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

দ্বীনের দাবি

ড. ইসরার আহমাদ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
রবিউল আওয়াল ১৪৪৫ হিজরি / সেপ্টেমবর ২০২৩ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৭৫১০৮২০০৮
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ⁞ ০৭

রবের ইবাদত ⁞ ০৯

মানুষের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান ⁞ ৫১

ইকামাতে দ্বীন ⁞ ৯১

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

দ্বীন আমাদের কাছে কী তাকাজা করে, দ্বীনের দাবি কী, এ বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করা একজন মুসলিমের জন্য খুবই জরুরি। ইসলামের সোনালি যুগের মুসলিমরা যতদিন পর্যন্ত এ বিষয়টি উপলব্ধি করে যথাযথভাবে দ্বীন পালন করেছিল, ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে দ্বীনের নিশান সমুন্নত ছিল; জমিনে ইনসাফ কায়িম হয়েছিল এবং পৃথিবীবাসী অবলোকন করেছিল ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজকের অধিকাংশ মুসলিমই দ্বীনের দাবি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত নয়! দ্বীনি দায়িত্ব বলতে তারা কেবল নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত... ব্যক্তিজীবনে এমন কিছু ইবাদত পালনকেই বুঝে থাকে। তাই তারা এমন কিছু ইবাদত পালন করেই ভাবে দ্বীনি দায়িত্ব আদায় হয়ে যাচ্ছে। বস্তুত, এমন বুঝের কারণেই জীবনের সর্বস্তরে দ্বীনের বিধিবিধান বাস্তবায়ন, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা, দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহান জিম্মাদারির ব্যাপারে আজকের অনেক মুসলিমই গাফিল হয়ে আছে! নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত—নিঃসন্দেহে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং দ্বীনের আবশ্যকীয় বিধান। কিন্তু দ্বীন কেবল এগুলো আদায় করার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। কেবল ব্যক্তিজীবনে এমন কিছু ইবাদত পালনের কারণেই পবিত্র কুরআনে আমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মত বলা হয়নি। পবিত্র কুরআনে কেন আমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মত ও মধ্যপন্থী উম্মত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং আমাদের ওপর কী দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, সর্বোপরি আমাদের ওপর দ্বীনের কী দাবি—কুরআনুল কারিমের আয়াতের আলোকে এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েন্ট সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা তুলে ধরেছেন খ্যাতনামা আলিমে দ্বীন ড. ইসরার আহমাদ। বক্ষ্যমাণ বইটি মূলত তার 'দ্বীন কে মুতালাবাত' বিষয়ক আলোচনার লিখিত রূপ। এখানে তিনি কুরআনুল কারিমের আয়াতের আলোকে 'রবের

ইবাদত', 'মানুষের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান' ও 'ইকামাতে দ্বীন' নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন।

'দ্বীনের দাবি' নামে বাংলা ভাষায় এ উপকারী বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান রব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি। দুআ করছি, আল্লাহ তাআলা যেন এ বইটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করেন এবং পাঠককে এ বইটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে দ্বীনের দাবি আদায়ে যথাযথ আমল করার তাওফিক দান করেন। আমিন, ইয়া রব্বাল আলামিন।

- হাসান মাসরুর

রবের ইবাদত

সুরা বাকারার ২১তম আয়াতের আলোকে

একজন মুসলিম থেকে দ্বীনের সর্বপ্রথম দাবি।

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'ওহে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও; যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।'[১]

আয়াতের স্থান-পাত্র

এই আয়াত নিয়ে চিন্তা-ফিকির করার আগে ওই অবস্থাটা বুঝতে হবে, যাতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আপনারা জানেন যে, কুরআনের সর্বপ্রথম সুরা হচ্ছে সুরা আল-ফাতিহা। নিঃসন্দেহে এর অবস্থান হচ্ছে কোনো বইয়ের পটভূমি বা ভূমিকার মতো। এতে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের এই দুআ শিক্ষা দিয়েছেন—

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

'আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।'[২]

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

'তাদের পথে, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি আপনার গজব বর্ষিত হয়েছে; তাদের পথও নয়, যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।'[৩]

১. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২১।
২. সুরা আল-ফাতিহা, ১ : ৬।
৩. সুরা আল-ফাতিহা, ১ : ৭।

এই দুআর মাধ্যমেই সুরা ফাতিহা সমাপ্ত হয়েছে। এরপর পুরো কুরআনুল কারিম যেন এই দুআর উত্তর যে, এই কুরআনই মূলত সেই সিরাতে মুসতাকিম বা সঠিক রাস্তা, প্রতিটি মুমিন বান্দার জন্য যা প্রয়োজন। এটিই হলো সে লোকদের পথ, আল্লাহ তাআলা যাদের পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেছেন। যারা না গোমরাহ হয়েছে আর না তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার আজাব অবতীর্ণ হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যাবে, এই দুআরই বিস্তারিত বর্ণনা সাধারণভাবে পুরো কুরআনে এবং বিশেষভাবে প্রথম চার সুরায় (সুরা বাকারা, সুরা আলে ইমরান, সুরা নিসা এবং সুরা মায়িদায়) আলোচিত হয়েছে।

সুরা ফাতিহার পর সুরা বাকারা শুরু হয়েছে। বরকতপূর্ণ এই সুরার প্রথম রুকুগুলোতে তিন শ্রেণির মানুষের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এক শ্রেণির মানুষ হলো তারা, যারা কুরআন মাজিদের মাধ্যমে হিদায়াত অর্জন করবে। তাদের আলোচনায় সে শর্তগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো কুরআন মাজিদ থেকে সঠিক উপকার গ্রহণের ক্ষেত্রে জরুরি এবং আবশ্যকীয়। দ্বিতীয় শ্রেণির লোক হলো তারা, যারা কুফরের ওপর অবিচল রয়েছে। এদের জন্য প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআন থেকে পথ-নির্দেশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এর কারণ হলো, তাদের মাঝে হিদায়াত অন্বেষণের বিষয়টি একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে—

خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

> 'আল্লাহ তাদের অন্তরে সিল মেরে দিয়েছেন এবং তাদের কানেও, আর তাদের চোখের ওপর রয়েছে পর্দা।'[৪]

আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে এবং তাদের শ্রবণশক্তির ওপর মহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের ওপর পর্দা টেনে দিয়েছেন। এরপর দ্বিতীয় রুকু থেকে তৃতীয় শ্রেণির লোকদের ব্যাপারে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরা হলো প্রথম দুই শ্রেণির লোকদের মাঝামাঝি অবস্থানকারী। এরা হচ্ছে সেসব লোক, যারা মুখে তো কুরআনকে স্বীকার করে; কিন্তু আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ করে না।

৪. সুরা আল-বাকারা, ২ : ৭।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

'আর মানুষের মাঝে কেউ কেউ বলে থাকে, "আমরা আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি ইমান এনেছি"; অথচ তারা ইমানদার নয়।'[৫]

অর্থাৎ এরা হচ্ছে সেসব লোক, যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ইমান এনেছি।' অথচ বাস্তবতা হলো, তারা মুমিন নয়। দ্বিতীয় রুকুটি পরিপূর্ণভাবে এই লোকদের বিস্তারিত আলোচনাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাদের ধরন ও গুণাবলির বর্ণনা করেছে।

কুরআনের প্রকৃত দাওয়াত

এরপর তৃতীয় রুকুতে কুরআন মাজিদ মানবজাতির সামনে নিজের আসল দাওয়াহ পেশ করেছে—

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'ওহে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও; যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।'[৬]

যেন এই আয়াতটি কুরআনের দাওয়াতের সারাংশ। যা কুরআনের একটি মাত্র আয়াতে একটি বাক্যের মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে। যেন যদি এটি বোঝার চেষ্টা করা হয় যে, কুরআন মাজিদের আসল দাওয়াত কী, তার বার্তা কী এবং তা মানুষকে কোন বিষয়ের দিকে আহ্বান করে, তাহলে এর জন্য এই একটি বাক্যই যথেষ্ট হবে। শর্ত হচ্ছে আয়াতটিকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। তাই আমি চাচ্ছি, এই আয়াতের প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে স্পষ্ট আলোচনা করব।

৫. সুরা আল-বাকারা, ২ : ৮।
৬. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২১।

এই আয়াতের সূচনা হয়েছে (يَاأَيُّهَا النَّاسُ)-এর মাধ্যমে। (يَاأَيُّهَا) সম্বোধন করার শব্দ, যা আহ্বান ও দাওয়াত করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থ হলো, 'হে লোক সকল!' 'হে মানবজাতি!' এভাবে দাওয়াত ও সম্বোধনের মাধ্যমে একটি বিষয় তো স্পষ্ট যে, কুরআন মাজিদ একটি দাওয়াতের ধারক। তার কাছে একটি বার্তা আছে। কুরআন একটি আহ্বানের জিম্মাদার। এটি শুধু মতবাদ নয়। ভিত্তি ও দলিল-বিহীন আকিদার ধারক কোনো কিতাবও নয় যে, তার দিকে মানুষকে ডাকা হবে না এবং তার ওপর আমলের দাওয়াত প্রদান করা হবে না। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, কুরআন নির্দিষ্ট কোনো জাতি, শ্রেণি, বংশ বা গোত্র অথবা বর্ণের মানুষকে অথবা কোনো নির্দিষ্ট দেশের বাসিন্দাদের আহ্বান করেনি; বরং বর্ণ ও বংশ এবং জাতি ও দেশের বিভাজন ছেড়ে পুরো মানবজাতিকে সম্বোধন করেছে। কুরআনের দাওয়াত নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের ঊর্ধ্বে; বরং কিয়ামত প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগ পর্যন্ত পুরো মানবজাতি তার সম্বোধিত সত্তা।

সর্বজনীন দাওয়াত

এখানে এই বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের পূর্বে যত নবি ও রাসুল আগমন করেছেন, তাঁদের দাওয়াত বিশ্বের সকল মানুষের জন্য ছিল না; বরং তাঁদের দাওয়াত নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য ছিল। তাই তাঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে আহ্বান করেছেন এবং তাঁদের সামনেই দাওয়াত পেশ করেছেন। কুরআনে নুহ ﷺ, হুদ ﷺ ও সালিহ ﷺ-সহ অন্যান্য নবি ও রাসুলদের নাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাঁদের দাওয়াতের শব্দগুলোও নকল করা হয়েছে। সেখানে সম্বোধন করা হয়েছে, (يَا قَوْمِ) 'হে আমার জাতি!' শব্দ দ্বারা। এমনকি ইসা মাসিহ ﷺ—যাঁর নবুওয়াত মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াতের নিকটবর্তী সময়ে ছিল—তিনি শুধু বনি ইসরাইলের সামনে নিজের দাওয়াত উপস্থাপন করেছিলেন। এ কথার প্রমাণ বিকৃত ইনজিলসমূহেও বিদ্যমান রয়েছে। কুরআনুল কারিমেও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, (وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ) 'আর ইসরাইল বংশীয়দের জন্য রাসুল।'[৭] ইনজিলে ইসা ﷺ-এর এ কথা বর্ণিত আছে, 'আমি ইসরাইলের পরিবার

৭. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৪৯।

থেকে হারিয়ে যাওয়া ভেড়াগুলোর সন্ধানে এসেছি।' যেন তাঁর দাওয়াতের মূল সম্বোধিত লোক ছিল বনি ইসরাইল। পুরো মানবজাতি ছিল না। পরবর্তী সময়ে এই বিষয়টি পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং খ্রিষ্টবাদ একটি প্রচারমূলক ধর্মের রূপ ধারণ করেছে। অন্যথায় ইসা ﷺ-এর দাওয়াতের মূল সম্বোধন ছিল শুধু বনি ইসরাইল। কিন্তু সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াতের জন্য এখানে 'হে আমার জাতির' পরিবর্তে 'হে লোক সকল' ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ 'হে মানবজাতি!' এই দাওয়াত মূলত পুরো মানবজাতির জন্য।

ধর্মীয় জগৎ থেকে বের হয়ে যদি পৃথকভাবে চিন্তা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন মতবাদের অসংখ্য দাওয়াতি কার্যক্রম বিদ্যমান। কিন্তু তার মাঝে একটি দাওয়াতও এমন নেই, যেখানে পুরো মানবজাতিকে সাধারণভাবে এবং এক জাতি হিসেবে আহ্বান করা হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো দাওয়াত, যা নির্দিষ্ট সম্প্রদায় ও দেশের গণ্ডির কিছুটা উর্ধ্বে, তা হলো সাম্যবাদের দাওয়াত। কিন্তু সেখানেও এভাবে আহ্বান করা হয়, 'দুনিয়ার সমস্ত কৃষক ও শ্রমিক এক হয়ে যাও।' অর্থাৎ এই দাওয়াত দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য নয়; বরং কৃষক ও কায়িক শ্রমবিশিষ্ট বিশেষ এক শ্রেণির মানুষের জন্য। আর এভাবে সমাজকে বিশেষ এক শ্রেণিতে ভাগ করে শুধু বিশেষ একটি শ্রেণিকে সহযোগিতার ঘোষণা করা হয়। আর অন্যান্য শ্রেণিগুলোকে শুধু তিরস্কারের টার্গেটে পরিণত করা হয়; বরং অন্য শ্রেণিগুলোকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের মুখোমুখি করা হয়। দুনিয়াতে একটি মাত্র দাওয়াত আছে, যেখানে পুরো মানবজাতিকে কোনো ধরনের শ্রেণিবিন্যাস বা পার্থক্য করা ছাড়াই সম্বোধন করেছে। আর এটি হলো ইসলাম ও কুরআনের দাওয়াত। এটিই একমাত্র দাওয়াত, যেখানে প্রত্যেক মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। ধনী ও গরিব সমানভাবে তার সম্বোধনের আওতায় আছে; চাই সে যেকোনো রাষ্ট্রের হোক বা যেকোনো ভাষার হোক এবং যেকোনো ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক হোক—এমনকি তার সম্পর্ক যেকোনো যুগের সাথেই হোক। তাদের সকলের জন্যই কুরআন মাজিদের পয়গাম—(يَاأَيُّهَا النَّاسُ) 'হে লোক সকল!' কুরআনের সম্বোধন বিশেষ কোনো শ্রেণি বা গ্রুপ এবং জাতি বা বংশ নয়; বরং পুরো মানব-ভ্রাতৃত্ব তার সম্বোধিত সত্তা। সুতরাং কুরআনের দাওয়াতই হলো একমাত্র বৈশ্বিক এবং সর্বদিককে অন্তর্ভুক্তকারী দাওয়াত।

কুরআনের মূল দাওয়াত 'রবের ইবাদত'

এখন পরবর্তী বিষয়টি বুঝতে হবে যে, এই দাওয়াত মূলত কী? কুরআন মাজিদের পয়গাম কী এবং কোন কাজের প্রতি কুরআন আহ্বান করে? এটি উক্ত আয়াতের একটি মাত্র শব্দে বলে দেওয়া হয়েছে, (اعْبُدُوا) অর্থাৎ তোমরা ইবাদত করো। বন্দেগি গ্রহণ করো। গোলামি এবং আনুগত্য গ্রহণ করো।

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'ওহে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও; যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।'[৮]

বোঝা গেল, কুরআন মাজিদের দাওয়াতকে যদি একটি বাক্যে বলা হয়, তাহলে তা হলো 'রবের ইবাদত' বা 'রবের বন্দেগি'। যেন কুরআন মাজিদের পুরো দাওয়াতের সারাংশ হলো এই—'আল্লাহর বন্দেগি গ্রহণ করো।' সুরা হুদ এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে শুরু হয়েছে—

الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

'আলিফ-লাম-রা। এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত, অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত সত্তার পক্ষ থেকে!'[৯]

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ

'যেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও বন্দেগি না করো। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি তাঁরই পক্ষ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।'[১০]

৮. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২১।
৯. সুরা হুদ, ১১ : ১।
১০. সুরা হুদ, ১১ : ২।

অর্থাৎ যদি তোমরা এই দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তার বিরোধিতা করো, আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত-বন্দেগি করো এবং আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে অন্য কাউকে শরিক করো, তাহলে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আজাবের ব্যাপারে সতর্ক করছি। আল্লাহর পাকড়াও এবং তাঁর বদলা ও শাস্তির নিয়মের ভয় দেখাতে এসেছি। আর যদি তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্যকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নাও এবং তাঁর গোলামিকে নিজেদের শিআর ও অভ্যাসে পরিণত করো, তাহলে আমি তোমাদের সুসংবাদ শুনাতে এসেছি যে, তোমরা তাঁর প্রতিদান ও পুরস্কারের অধিকারী হবে এবং জান্নাত সর্বদার জন্য তোমাদের আবাসস্থল হয়ে যাবে।

সমস্ত নবি ও রাসুলের সম্মিলিত দাওয়াত

এখানে এই মূলনীতিটি বোঝা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা আদম ﷺ থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত যত নবি ও রাসুল পাঠিয়েছেন, তাঁরা সবাই এই 'রবের ইবাদত'-এর দাওয়াত নিয়েই এসেছেন। এ কথা দুইয়ে দুইয়ে চারের মতো একদম স্পষ্ট যে, সমস্ত নবি ও রাসুলগণ এই 'রবের ইবাদত'-এর দায়ি ছিলেন। কেননা, আল্লাহ তাআলা তো মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই তাঁর ইবাদত ও বন্দেগি স্থির করেছেন। যেমনটি কুরআন মাজিদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

> 'আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।'[১১]

এই আয়াত থেকে এটি আবশ্যক হয় যে, আল্লাহ তাআলার প্রেরিত পয়গম্বর ও প্রতিনিধি, তাঁর নবি ও রাসুলগণ মানবজাতিকে নিজেদের সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুরা করার দাওয়াত দেবেন। তাদের বলবেন যে, যদি তারা নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ না করে এবং তার হক আদায় না করে, নিজেদের রব ও খালিকের বন্দেগি না করে এবং তাঁকে শর্তহীন অনুসৃত মেনে পুরো জিন্দেগি

১১. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ৫৬।

তাঁর আনুগত্যে না কাটায়, তাহলে তারা দুনিয়াতে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তাঁর ক্রোধের কারণ সাব্যস্ত হবে; আর আখিরাতেও তাদের নসিবে ক্ষতি ও ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই নেই। তাদের সর্বদার জন্য জাহান্নামের আগুনের শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে।

সুরা আরাফ, সুরা হুদ, সুরা ইউনুস, সুরা আম্বিয়া, সুরা শুআরা এবং আরও কিছু মাক্কি সুরাতে আল্লাহ তাআলা অনেক নবি ও রাসুলের নাম-সহ আলোচনা করেছেন। সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা 'রবের ইবাদত'-এর দাওয়াত নিয়ে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হয়েছেন। সুরা আরাফ ও সুরা হুদে তো প্রত্যেক রাসুলের দাওয়াতের সূচনার শব্দগুলো এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তোমাদের জন্য তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নেই।'[১২]

অন্যান্য জায়গায় নবি ও রাসুলদের দাওয়াতের যে বুনিয়াদি পয়েন্ট বর্ণনা করা হয়েছে, তা হলো এই—

اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ

'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁকে ভয় করো।'[১৩]

أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ

'এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁকে ভয় করো, আর আমার আনুগত্য করো।'[১৪]

সুতরাং আল্লাহ তাআলার বন্দেগি গ্রহণ করা এবং নবির আনুগত্যের শিকল নিজের গর্দানে পরিধান করার দাওয়াতই নবিদের দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

১২. সুরা হুদ, ১১ : ৬১।
১৩. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ১৬।
১৪. সুরা নুহ, ৭১ : ৩।

'ইবাদত' প্রজ্ঞাময় কুরআনের একটি বুনিয়াদি পরিভাষা

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি বোঝা যায় যে, 'রবের ইবাদত' কুরআন মাজিদের অনেক বড়ো একটি মৌলিক ও কেন্দ্রীয় পরিভাষা এবং পুরো কুরআনের দাওয়াতের সারাংশ এই একটি শব্দেই আছে—'ইবাদত'। এ কারণেই কুরআনের দাওয়াতের বুঝ এই একটি শব্দ 'ইবাদত'-এর সঠিক বুঝের ওপর সীমাবদ্ধ। এর মাধ্যমেই সমস্ত নবি ও রাসুলদের দাওয়াতকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যাবে, যার দিকে তাঁরা নিজ নিজ যুগে নিজেদের সম্প্রদায়কে আহ্বান করেছিলেন। এই দাওয়াত নিয়েই সর্বশেষ নবি ও রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ আগমন করেছেন। রবের ইবাদতের গুরুত্ব বোঝা এবং তার মূল কথা স্পষ্ট করার জন্য প্রজ্ঞাময় কুরআনের একাধিক জায়গা থেকে সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ সুরা বাইয়িনাহর পাঁচ নং আয়াত অধ্যয়ন করুন—

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

'আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে, নামাজ কায়িম করে এবং জাকাত দেয়। আর এটিই (কর্মপদ্ধতি) সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম (জীবনব্যবস্থা)।'[১৫]

এই আয়াতের দাবি ও সারকথায় আমি চাই যে, আপনারা দুটি বিষয় নোট করে নেবেন। প্রথম বিষয়টি হলো, এই বরকতপূর্ণ আয়াত যে সুরায় আছে, তার নাম এবং দ্বিতীয়টি হলো, আল্লাহর কালামের ওই ধারাবাহিকতা, যাতে এই আয়াত নাজিল হয়েছে। বরকতময় এই সুরার নাম হলো, 'আল-বাইয়িনাহ'—যার অর্থ হলো 'উজ্জ্বল ও আলোকিত দলিল'। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, বরকতময় এই সুরার বিষয়বস্তু উজ্জ্বল দিবসের মতো চাক্ষুষ এবং সূর্যের মতো আলোকিত। যেমনিভাবে সূর্যের আগমনই সূর্যের দলিল, সূর্যের অস্তিত্বের জন্য বাইরের কোনো দলিলের প্রয়োজন হয় না, তেমনিভাবে এই সুরার বিষয়বস্তু

১৫. সুরা আল-বাইয়িনাহ, ৯৮ : ৫।

নিজেই নিজের দাবি ও ধারণা আদায় করার জন্য যথেষ্ট ও পরিপূর্ণ। পেছনের আয়াতের সাথে এই আয়াতের সংযোগ ও সম্পর্ক হলো, আহলে কিতাব ও মুশরিকরা নিজেদের কুফর ও ভ্রষ্টতায় এতটা সামনে এগিয়ে গেছে যে, এখন তাদের নিজেদের বিকৃত কিতাবসমূহ এবং নিজেদের আকল দিয়ে হিদায়াতের রাস্তা পাওয়া সম্ভব নয়।

আর এ কারণেই এটি জরুরি ছিল যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একজন রাসুল তাদের কাছে উজ্জ্বল দলিল এবং পবিত্র কিতাব নিয়ে প্রেরিত হবেন— যিনি পেছনের সত্য কিতাবসমূহের আসল দাওয়াত নতুনভাবে তাদের সামনে পেশ করবেন। তাদেরকে আল্লাহ তাআলার আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শোনাবেন এবং কুফর ও শিরকের প্রতিটি সুরতের ভুল হওয়া এবং সত্যের বিপরীত হওয়ার বিষয়টি তাদের বোঝাবেন। বরকতময় সুরার শুরুতে এ ধরনের বর্ণনার মাধ্যমে নবিজি ﷺ-এর প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর এই বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, আহলে কিতাবের বিচ্ছিন্ন হওয়া এই কারণে ছিল না যে, তাদের কাছে সহিহ ইলম পৌঁছেনি; বরং সুস্পষ্ট দলিল এসে যাওয়ার পরও তাদের এই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া সত্য থেকে তাদের বিমুখতা, তাদের বদ আমল ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের ফল।

তারা খুব ভালো করেই জানত যে, আল্লাহ তাআলার প্রেরিত প্রত্যেক নবি ও রাসুল রবের ইবাদতের দাওয়াত নিয়ে আগমন করেছিলেন এবং আসছিলেন। তাদেরকে শুধু এই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল যে, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে এবং সম্মিলিতভাবে নিজেদের আনুগত্যকে শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য একনিষ্ঠ করবে এবং তাঁর জন্যই ওয়াকফ করে নেবে। নামাজ কায়িম করবে এবং জাকাত আদায় করবে। আর এটিই মূলত সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন।

চিন্তার বিষয় হলো, বরকতপূর্ণ এই আয়াতে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের পৃথক হুকুম এবং নামাজ কায়িম করা ও জাকাত আদায়ের আলাদা হুকুম। এর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এই ফরজ ইবাদতগুলো পৃথক আরেকটি ইবাদত মানুষ থেকে প্রত্যাশিত। আর এই ইবাদতকে নিম্নোক্ত শব্দগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে—